সংবাদ

তারিখ 20 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভুয়া তদবিরবাজদের চাপে অস্থির শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি

রাকিব উদ্দিন

ভুয়া তদবিরবাজদের চাপ ও অনুরোধে অস্থির হয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ব্যাহত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী সরকারদলীয় নেতা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশিতে তদবির চালাচ্ছে একাধিক ভুয়া তদবিরবাজ চক্র। ফলে বিভিন্ন কাজের চাহিদাপত্র দাতা এবং প্রকৃত অনুরোধকারীদের চিনতে হিমশিম খাচ্ছে সংশ্লিষ্টরা। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অস্থির : পৃষ্ঠা : ৯ ক

অস্থির : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করেও মাউশিতে তদবির করছে কয়েকটি তদবিরবাজ চক্র। মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

অন্যদিকে নানা অজুহাতে বিভিন্ন জেলা থেকে রাজধানীর স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের বদলি হয়ে আসার যেসব আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশিতে জমা পড়েছে সেসব আবেদন বাতিল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেও বদলির আবেদন জমা পড়া অব্যাহত আছে। প্রধানমন্ত্রী গত বুধবার এ ধরনের বদলির আবেদন বাতিলের নির্দেশ দিলেও গত বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্টদের কাছে শতাধিক আবেদন জমা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর জাকির হোসেন 'সংবাদ'কে বলেন, গত বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ড. সা'দত হোসেন পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তখন আমার দপ্তরে বসা ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রাকিবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কিন্তু ড. সা'দত হোসেন একজন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির জন্য অনুরোধ করতে পারেন- এ বিষয়ে সন্দেহ হলে পরে ফোন করে জানতে পারি পিএসসি চেয়ারম্যান আমার কাছে ফোন করেননি।

প্রফেসর জাকির হোসেন আরও জানান, প্রতিদিন অসংখ্য তদবির আসছে। কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক তা নিয়ে আমাদের কনফিউশনে (সন্দেহ) ভুগতে হয়।

সম্প্রতি বরগুনার সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভুর ভুয়া প্যাড ব্যবহার করে একটি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে একটি ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) জমা দেয় একটি অসাধু চক্র। সংসদ সদস্যের ডিও লেটার বিবেচনা করে শিক্ষা উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করেছিলেন। পরে ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভু ওই প্রতিষ্ঠানটির এমপিওভুক্তি বাতিল করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে একটি ডিও লেটার প্রদান করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে জানান, আমার ডিও লেটার বিবেচনা করে উপদেষ্টা যে প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করেছেন, সেটির জন্য আমি কোন ডিও লেটার জমা দেইনি।

মাউশি'র কলেজ শাখার এক উপ-পরিচালক 'সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির জন্যই প্রতিদিন দুই শতাধিক আবেদন জমা পড়ছে। অধিকাংশ আবেদনে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী সরকারদলীয় নেতাদের সুপারিশ থাকায় তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এগুলোর সবকটিই আদৌ সঠিক কি না তাও আমরা জানি না। এরপরও আবেদনকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত এসে আমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছেন। তাছাড়া সংসদ সদস্যদের নাম ব্যবহার করেও বিভিন্ন ব্যক্তি মাঝে-মধ্যে আমাদের আবেদনগুলো বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান-উর রশীদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের কাছে তদবির আসছে। কিন্তু কোনটি ভুয়া, কোনটি সঠিক তা মূল্যায়ন করা হয় না। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ভুয়া ডিও লেটার পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর শিক্ষকদের ঢাকায় বদলির তদবির বাতিলের ব্যাপারে মাউশি'কে কিছু জানানো হয়নি বলেও তিনি জানান।